## মনীষী চরিত

# ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)

*-নূরুল ইসলাম**

**উপক্রমণিকাঃ** মানবতার মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর তিরোধানের পর হিজরী সালের অষ্টম শতাব্দীতে যে সব প্রখর প্রতিভাধর মহামনীষী তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আজীবন জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহ্‌র জন্য জ্ঞানের (বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের) এক সমৃদ্ধ ভাণ্ডার উপহার দিয়ে গেছেন, ইবনু হাজার আসক্বালানী ছিলেন তাদের অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে মুহাদ্দিছ বিচারক, ফক্বীহ, ঐতিহাসিক, রিজালবিদ, পরীক্ষক, কবি এবং মুসলিম ধর্মীয় পাণ্ডিত্যের সর্বাপেক্ষা আদর্শ প্রতিনিধি ছিলেন। যাঁকে সকলে এক বাক্যে 'হাফেয' বলে চিনে, জানে এবং মানে। এ মর্মে আল্লামা শাওকানী তাঁর بَدْرُ الطَّالِعِ গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন- وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق حتى صار اطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة اجماع

অর্থাৎ 'প্রত্যেক নিকটবর্তী, দূরবর্তী, শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁর মুখস্থশক্তি ও বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য দিয়েছেন। এমনকি 'হাফেয' উপাধিটি তাঁর জন্য একটি সর্বসম্মত উপাধিতে পরিণত হয়েছে'।[১]

**নাম ও বংশ পরিচয়ঃ** তাঁর নাম আহমাদ, উপনাম আবুল ফযল, উপাধি শিহাবুদ্দীন। ইবনু হাজার তাঁর পরিচিতিগত নাম।[২] বংশ পরিচয় হ'লঃ আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে আহমাদ আল-কেনানী আল-আসক্বালানী আল-মিসরী আশ-শাফেঈ।[৩] মতান্তরে, আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মাহমূদ ইবনে আহমাদ ইবনে হাজার।[৪] হাফেয সাখাবীর বর্ণনা মতে, ইবনু হাজারের 'হাজার' শব্দটি ছিল তাঁর ঊর্ধ্বতন কোন পূর্বপুরুষের উপাধি। ইবনু হাজার 'বনু কেনানা' বংশোদ্ভূত। 'বনু কেনানা' ছিল আরব দেশের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র। তাঁর ঊর্ধ্বতন পূর্বপুরুষেরা ছিলেন সিরিয়ার একটি প্রসিদ্ধ শহর 'আসক্বালান'-এর অধিবাসী। এই দিক দিয়ে ইবনু হাজার 'আসক্বালানী' রূপে পরিচিত।[৫]

ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে- 'তিনি নিজে তাঁর পারিবারিক নাম 'ইবনু হাজার'-এর উৎপত্তি জানতেন না। পারিবারিক কিংবদন্তী অনুসারে 'আসক্বালানী' সম্বন্ধটি ৫৮৭/১১৯১ সন হ'তেই চলে আসছে। ছালাহুদ্দীন যখন 'আসক্বালান'-কে ধ্বংস করে উহার মুসলিম অধিবাসীদেরকে অন্যত্র পুনর্বাসনের নির্দেশ দেন, তখন ইবনু হাজারের পূর্বপুরুষগণ প্রথমে আলেকজান্দ্রিয়া এবং পরে কায়রো গমন করেন।[৬] আর তাঁকে মিসরী এ জন্য বলা হয় যে, মিসর হচ্ছে তাঁর জন্মস্থান, বড় হবার স্থান ও মৃত্যুস্থান এবং সেখানে তাঁর পৈতৃক ভিটাবাড়ীও ছিল।[৭]

**জন্ম ও শৈশবঃ** তাঁর জন্ম তারিখ নিয়ে মতভেদ বিদ্যমান। তিনি ১২ শা'বান, ৭৭৩ হিঃ/মোতাবেক ১৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৩৭২ খৃঃ[৮] (মতান্তরে ১০ শা'বান[৯] অথবা ২২ শা'বান[১০] অথবা ২৩ শা'বান ৭৭৩ হিঃ[১১]) মিসরের আল-আতীক্বাহ (প্রাচীন কায়রো -Old Cairo)- নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।[১২]

---

* আলিম ১ম বর্ষ, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. আব্দুর রহমান ইবনে আব্দির রহীম আল-মুবারকপুরী, তুহফাতুল আহওয়াযী বে-শারহে জামে' আত-তিরমিযী (বৈরুত- লেবাননঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, প্রথম প্রকাশঃ ১৪১০হি/১৯৯০ইং) মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০০।

২. মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ নু'মানী, নিবন্ধঃ হায়াতে হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী, মাকাতাবায়ে থানবী, দেওবন্দ থেকে প্রকাশিত উর্দূ-আরবী বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম-এর সাথে মুদ্রিত, তাবি, পৃঃ ২৭।

৩. আব্দুল হাই ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান যাহাব (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশঃ ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ ইং), ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭০।

৪. শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী, বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, (ফারসী), উর্দূ অনুবাদঃ মাওলানা আব্দুস সামী' দেওবন্দী, (পাকিস্তানঃ এইচ, এম, সাঈদ কোম্পানী, আদাব মানযিল করাচী, তা. বি.) পৃঃ ৩০২।

৫. মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাঙ্গোহী, যাফরুল মুহাছছেলীন বাআহওয়ালিল মুছান্নেফীন, (দেওবন্দঃ হানীফ বুক ডিপো, ১৯৯৬ ইং) পৃঃ ২৩১।

৬. ইসলামী বিশ্বকোষ, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮ ইং) ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১০।

৭. শাযারাতুয যাহাব পৃঃ ২৭০।

৮. দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ (লাহোরঃ দানেশগাহে পাঞ্জাব, ১ম প্রকাশঃ আগষ্ট ১৯৬২), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯; আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী, নাযমুল ইক্বয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, সম্পাদনাঃ ডঃ ফিলিপ হিট্টি, (নিউইয়র্কঃ আল-মাতবা'আতুস্ সূরিইয়াহ আল-আমরীকিইয়াহ, তাবি), পৃঃ ৪৫।

৯. আত্-তাবাররুল মাসবূক, সংগৃহীতঃ মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, ইত্তেহাফুল কেরাম শারহু বুলূগিল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দামেশকঃ মাকতাবাতু দারিল ফীহা, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪ খৃঃ), পৃঃ ৫।

১০. আব্বাস আল-আজাবী, তারীখুল আদাবিল আরাবী ফিল ইরাক্ব, (ইরাক্বঃ মাতবা'আতুল মাজমা'অ আল-ইলমী আল-ইরাক্বী, ১৩৮০ হিঃ/১৯৬০ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩।

১১. বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩০২।

১২. জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (কায়রোঃ দারুল হিলাল, ১৯৫৭ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।

শৈশবেই পিতা-মাতার মৃত্যুর ফলে তাঁদের স্নেহচ্ছায়া থেকে বঞ্চিত হন।[১৩] পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় ৪ বৎসর। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন- 'যখন আমার পিতা মারা যান তখন আমার বয়স ৪ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। আজ সেই স্মৃতি আমার কাছে একটি স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ আছে। এমনিভাবেই স্মরণ আছে যে, তিনি বলেছিলেন, 'আমার ছেলে ইবনু হাজারের উপনাম আবুল ফযল'।[১৪] তাঁর পিতা ফিকহ, আরবী সাহিত্যের গদ্য-পদ্য এবং ইলমে ক্বিরআতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।[১৫] সাথে সাথে তিনি ফৎওয়া প্রদান ও অধ্যাপনায় সনদ প্রাপ্ত ছিলেন।[১৬]

**শিক্ষা জীবনঃ** পাঁচ বৎসর বয়সে তিনি বিদ্যালয়ে ভর্তি হন।[১৭] তিনি ছিলেন প্রখর মেধাবী। এ সম্পর্কে ইমাম সুয়ূত্বী (রহঃ)-এর উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

له الحفظ الواسع الذى اذا وصفته فحدث عن البحر بن حجر لاحرج" অর্থাৎ- 'তাঁর মুখস্থশক্তি এতই প্রশস্ত ছিল যে, নিঃসন্দেহে তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করার সময় বাহার বিন হাজার তথা সমুদ্রের সাথে তুলনা করা যায়'।[১৮] ইমাম সুয়ূত্বীর এ উক্তি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁর মুখস্থশক্তি ছিল অপ্রতুল। এটা ছিল সম্পূর্ণ আল্লাহ প্রদত্ত। বর্ণিত আছে যে, তিনি মুখস্থ শক্তিতে ইমাম যাহাবী (রহঃ)-এর সমতুল্য হবার মানসে যমযম কূপের পানি পান করেছিলেন। তাঁর এই স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল।[১৯]

তিনি ৯ বৎসর বয়সে ফক্বীহ সাদরুদ্দীন আস্-সাকূতী (রহঃ) (মুখতাছার তাবরীযীর ভাষ্যকার)-এর নিকট পবিত্র কুরআন মাজীদ হিফ্য করেন।[২০]

অল্প সময়ে ফিক্হ, ছরফ ও নাহুর প্রাথমিক কিতাবগুলোর উপর যোগ্যতা অর্জন করেন। অতঃপর তিনি সমসাময়িক বিশিষ্ট শিক্ষক মণ্ডলীর নিকট নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে থাকেন। মূলতঃ হাদীছ এবং ফিক্হ শাস্ত্র তিনি সিরাজুদ্দীন বুলাক্বীনী ইবনে আল-মুলাকক্বীন এবং ইয্যুদ্দীন ইবনে জামা'আহ-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। তানূখীর নিকট ইলমে ক্বিরাআত, মুহিবুদ্দীন ইবনে হিশাম-এর নিকট আরবী সাহিত্য এবং বিশ্বখ্যাত আরবী অভিধান 'কামূস' প্রণেতা আল্লামা ফিরূযাবাদীর নিকট ইলমে লুগাত অধ্যয়ন করেন।

৭৯৩ হিজরী থেকে তিনি নিজেকে সর্বতোভাবে হাদীছ চর্চায় নিয়োজিত করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি মিসর, শাম, হেজাজ এবং ইয়ামেনে বেশ কয়েকবার সফর করেন এবং সেখানকার বিদগ্ধ পণ্ডিতদের সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে ১০ বৎসর পর্যন্ত যায়নুদ্দীন ইরাক্বী (রহঃ)-এর নিকট হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর অধিকাংশ শিক্ষকই তাঁকে ফৎওয়া প্রদান ও পাঠদানের অনুমতি দান করেন।[২১]

**হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়নে ইবনু হাজারের বিস্ময় সৃষ্টিঃ** হাদীছ শাস্ত্র অধ্যয়নে তিনি এক অবিশ্বাস্য বিস্ময় সৃষ্টি করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে তা বিশ্বাসযোগ্য না হ'লেও এর সত্যতা তাঁর স্বনামধন্য ছাত্রদের দ্বারা স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণিত। মুহাদ্দিছ শাহ আব্দুল আযীয (রহঃ) বলেন, 'তিনি সুনানে ইবনে মাজাহ চার বৈঠকে, ছহীহ মুসলিম সমাপ্তি বৈঠক ব্যতীত চার বৈঠক অর্থাৎ দু'দিন কয়েক ঘন্টায় সমাপ্ত করেন।[২২] সুনানে কাবীর নাসাঈ দশ বৈঠকে শারফুদ্দীন বিন কোবাক-এর নিকট অধ্যয়ন করেন। মু'জামে ছাগীর ত্বাবারাণী (যার মধ্যে ১৫০০ হাদীছ সনদসহ রয়েছে) যোহর এবং আছরের মধ্যস্থিত এক বৈঠকে সমাপ্ত করেন। তাছাড়া ছহীহ বুখারী দশ বৈঠকে সমাপ্ত করেন।[২৩]

**শিক্ষক মণ্ডলীঃ** ইবনু হাজার আসক্বালানীর শিক্ষক মণ্ডলীর সংখ্যা ছিল অগণিত। তাঁদের সকলের নাম গণনা করা অসম্ভব। এজন্যই হাফেয ইবনু ফাহাদ যুক্তি সঙ্গত ভাবেই বলেছেন, ومسموعاته ومشائخه كثيرة جدا لا توصف ولا تدخل تحت الحصر-[২৪]

তিনি তাঁর উস্তাযগণের নিকট যেমন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন, তেমনি তাঁর নিচু পর্যায়ের ও সমসাময়িক হাদীছ বেত্তাদের নিকটও প্রয়োজনে উপকার গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র হাফেয সাখাবী বলেন, وكثيرا جدا من المسموع والشيوخ فسمع العالى والنازل واخذ عن الشيوخ والاقران فمن دونهم-[২৫]

---

১৩. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯।*
১৪. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩১।*
১৫. *আররাওয আল-বাসসাম মিন তারজামাতে বুলূগিল মারাম ওয়া তারজামাতুল ইমাম ইবনে হাজার আল-আসক্বালানী, সম্পাদনাঃ কুতুবখানা রশীদিইয়াহ সম্পাদনা পরিষদ, নুখবাতুল ফিকর ও বুলূগুল মারাম সহ, (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিইয়াহ, ১ম প্রকাশঃ ১৩৮৭ হিঃ/১৯৬৮ খৃঃ) পৃঃ ৬।*
১৬. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯।*
১৭. *হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ২৮।*
১৮. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩৬।*
১৯. *তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ২৯৯।*
২০. *আর-রাওয আল-বাসসাম, পৃঃ ৭।*
২১. *দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৭৯-৪৮০।*
২২. *বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩০২; এজন্য তিনি গর্ব করে বলতেন-*
*قرأت بحمد الله جامع مسلم + بجوف دمشق كرش الإسلام*
*لى ناصر الدين الإمام بن جهبل + بحضرة حفاظ مجاميع الإعلام*
*وتم بتوفيق الاله وفضله + قراءة ضبط فى ثلثة ايام*
*দ্রঃ ঐ, পৃঃ ৩০৩।*
২৩. *ঐ, পৃঃ ৩০৩।*
২৪. *হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩০।*
২৫. *ঐ, পৃঃ ৩০।*

**তাঁর প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষকের নাম ও তালিকা নিম্নরূপঃ**

**কায়রোঃ** সিরাজুদ্দীন বুলাক্বীনী, হাফেয ইবনুল মুলাককীন, হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাক্বী, বুরহানুদ্দীন আবনাসী, নূরুদ্দীন হায়ছামী প্রমুখ।

**সারয়াকূসঃ** সাদরুদ্দীন আল-আবশীত্বী।

**গাযাহঃ** আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-খালীলী।

**রামলাহঃ** আহমাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আয়কী।

**আল-খলীলঃ** ছালেহ বিন খলীল বিন সালেম।

**বায়তুল মুক্বাদ্দাসঃ** শামসুদ্দীন আল-ক্বালক্বাশান্দী, বাদরুদ্দীন বিন মাক্কী, মুহাম্মাদ আল-মুমবেজী ও মুহাম্মাদ বিন উমর বিন মূসা প্রমুখ।

**দামেশকঃ** বাদরুদ্দীন বিন কাওয়াম আল-বালেসী, ফাতিমা বিনতে আল-মুনজা আত-তানূখিইয়াহ, ফাতিমা বিনতে আব্দিল হাদী, 'আয়েশা বিনতে আব্দিল হাদী ও অন্যান্য।

**মিনাঃ** যায়নুদ্দীন আবী বাকার বিন আল-হুসাইন।[২৬]

**নির্দিষ্ট শিক্ষকঃ** জীবনে যারা শিক্ষা-দীক্ষায় মর্যাদার ময়ূর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, তাদের প্রত্যেকের একজন হিতাকাঙ্খী শিক্ষক থাকেন। এটা অনেকটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় তিনি তার প্রিয়পাত্র হন এবং তার সান্নিধ্যে ইলম অর্জন করেন। বড় বড় মনীষীদের জীবনী পর্যালোচনা করলে এরূপ অনেক হিতাকাঙ্খী দৃষ্টিগোচর হয়। ইবনু হাজারের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি।

তিনি অগণিত শিক্ষক মহোদয়ের কাছ থেকে হাদীছ শাস্ত্রের জ্ঞানার্জন করেন। কিন্তু বিশেষভাবে এ শাস্ত্রে যিনি তাঁকে সুদীর্ঘ ১০ বৎসর ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা দেন, তিনি হ'লেন হাফেয যায়নুদ্দীন ইরাক্বী (রহঃ)। হাফেয সাখাবী (রহঃ) বলেন-

فعكف على الزين العراقى وتخرج به وانتفع بملازمته–

'অতঃপর তিনি যায়নুদ্দীন ইরাক্বীর সান্নিধ্যে এসে এ বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁর সাহচর্যের দ্বারা উপকৃত হন'।[২৭] তাঁর কাছে তিনি হাদীছ শাস্ত্রের ছোট-বড় অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং তিনিই তাঁকে প্রথম হাদীছ পড়ানোর অনুমতি দান করেন।[২৮]

**কর্মজীবনঃ** হাফেয ইবনু হাজার কর্মজীবনের বৃহত্তর অংশ ইলমে দ্বীন, বিশেষতঃ হাদীছ শাস্ত্রের অনুশীলন, হাদীছের দরস-তাদরীস তথা পঠন-পাঠন, হাদীছ গ্রন্থের সংকলন, প্রচার ও প্রকাশ এবং হাদীছ গ্রন্থের অতুল্য ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ বহু সংখ্যক মৌলিক গ্রন্থ রচনা ও হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া প্রদানে অতিবাহিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে Incyclopaedia of Islam- গ্রন্থে যথার্থই বলা হয়েছে- Whose life work constitues the final summation of the science of hadith.[২৯]

এছাড়া তিনি কায়রো শহরের প্রসিদ্ধ মাদরাসা সমূহে দীর্ঘকাল যাবত তাফসীর, হাদীছ এবং ফিক্হ শিক্ষা দিয়েছেন। বস্তুত তিনি হাসীনিইয়াহ এবং মানছূরিইয়াহ-তে তাফসীর, বাইবারাসিইয়াহ, জামালিইয়াহ, হাসানিইয়াহ, যায়নাবিইয়াহ, শাইখুনিইয়াহ, জামে' তুলুন ও কুব্বাহ্ মানছূরিইয়াহ-তে হাদীছের দরস দিয়েছেন। আর খারুবিইয়াহ নাযেমিইয়াহ, ছালাহিইয়াহ এবং মুয়াইয়েদিইয়াহ-তে ফিকহ -এর তা'লীম দেন। বাইবারাসিইয়াহর প্রিন্সিপ্যাল এবং শায়খও ছিলেন। 'দারুল আদল'-এ ফৎওয়া প্রদানের দায়িত্বও তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। জামে' আযহার এবং তারপরে জামে' আমর বিন আস (রাঃ)-এর খত্বীব ছিলেন।[৩০] তাছাড়া তিনি মাহমূদিইয়াহ-তে গ্রন্থগারিকের দায়িত্বও পালন করেন। Incyclopaedia of Islam এ বলা হয়েছে-

In 826/1423. he took over the administration of the library of the Mahmuddiyya with its approximately 4000 valuable manuscripts. During his librarianship, which lasted until his death, he compiled two catalogues, one arranged alphabetically and the other according to topics.[৩১]

এতদ্ব্যতীত তিনি সহস্রাধিক ইমালা'র মজলিস পরিচালনা করেন।[৩২]

---

২৬. *শাযারাতুয যাহাব ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭১।*

২৭. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩৫; আল্লামা সুয়ূত্বী বলেন-*

*ولازم حافظ عصره زين الدين العراقى حتى تخرج به، وكب عليه اكبابا لا مزيد عليه حتى رأس فيه فى حياة شيوخه حتى شهدوا له بالحفظ–*

*দ্রঃ নাযমুল ইক্বয়ান ফি আ'য়ানিল আ'য়ান, পৃঃ ৪৫।*

২৮. *আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৩৫।*

২৯. *The Encyclopaedia of Islam (Leiden: E.J. Brill, New edition 1979), V. 111, P. 776.*

৩০. *হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩৪; Incyclopaedia of Islam-এ বলা হয়েছে- And that of associate preacher and imam in the mosque of Al-Azhar and the mosque of 'Amr. See: V. III. P. 777.*

৩১. *Ibid. P. 777.*

৩২. *মাওলানা মুশতাক আহমাদ ও মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ, প্রবন্ধঃ পবিত্র হাদীস গ্রন্থাবলীর পরিচিতি ও শ্রেণী বিভাগ, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, ৩৭ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ১৯৯৮, পৃঃ ৪৭; মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীও অনুরূপ বলেছেন। তাঁর ভাষায়-*

*وأملى اكثر من ألف مجلس*

*দেখুনঃ তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯, উল্লেখ্য যে, আরবী اَلْاَمَالِىْ -এর বহুবচন اَمَالِىْ, এর অর্থ কোন কিছু লিখানো। অর্থাৎ অপরের দ্বারা লিখানোর জন্য বলা বা পাঠ করা, যাকে ইংরেজীতে বলে ডিক্টেট। প্রাচীনকালে হাদীছ*

**কাযীর দায়িত্ব পালনঃ** বার বার তিনি বিচারপতির দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অবশেষে তাঁর বন্ধু কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) জামালুদ্দীন আল-বুলাক্বীনীর অনুরোধে তাঁর সহকারী হ'তে সম্মত হন। ৮২৭ হিজরীর (১৪২৩ খৃঃ) মুহাররম/ডিসেম্বর মাসে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করেন এবং প্রায় ২১ বছর এই মহান দায়িত্বে বহাল থাকেন। যদিও এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি একাধিকবার পদচ্যুত ও পুনর্বহাল হন।[৩৩]

**পাণ্ডিত্যঃ** ইবনু হাজার জ্ঞানের জগতের এক উজ্জ্বল ধ্রুবতারা ছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে অনেক ছাত্র তাঁর কাছে জ্ঞানার্জন করে। তাঁর স্বনামধন্য ছাত্র হাফেয সাখাবী বলেন, 'ছাত্র সংখ্যা অধিক হবার ফলে তাদের গণনা করা অসম্ভব। প্রত্যেক মাযহাবের বিদ্বানগণই তাঁর ছাত্রদের মাঝে শামিল'।[৩৪] তন্মধ্যে মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান সাখাবী (জন্মঃ ৮৩১ হিঃ, মৃত্যুঃ ১৬ শা'বান ৯০২ হিঃ), বুরহানুদ্দীন ইবরাহীম বিন উমর বাক্বাঈ (জন্মঃ ৮০৯ হিঃ, মৃত্যুঃ ৮৮৫ হিঃ), হাফেয উমর বিন ফাহাদ মাক্কী ও ক্বাযী যাকারিয়া বিন মুহাম্মাদ আনসারী (জন্মঃ ৮২৪ হিঃ, মৃত্যুঃ ৯২৬ হিঃ) বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন।[৩৫]

**রচনাবলীঃ** শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলবী বলেন, ইবনু হাজারের রচনাবলী দেড় শতাধিক।[৩৬] হাফেয সাখাবীও অনুরূপ বলেছেন।[৩৭] হাফেয সুয়ূত্বীর মতে, ১৮৩ ও ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী ৭২টি কিতাবের নাম লিখেছেন।[৩৮] তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ করা হলঃ-

১- তা'লীকুত-তা'লীক্ব। এটিই তাঁর প্রথম রচিত কিতাব। এটি একটি চমৎকার কিতাব।[৩৯]

২- ফাৎহুল বারী ফী শারহে ছাহীহিল বুখারী। এ গ্রন্থ সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মাদ হানীফ গাঙ্গোহী (রহঃ) বলেন, 'এই অতুলনীয় কিতাবই হাফেয ইবনু হাজারকে হাদীছ শাস্ত্রে জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে'।[৪০] মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, 'এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ফাৎহুল বারী-ই তাঁর রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব'।[৪১] ইবনু হাজার নিজেও ফাৎহুল বারী, তা'লীকুত-তা'লীক্ব ও নুখবাতুল ফিকর-এর প্রশংসা করেছেন।[৪২]

৩- তাহযীবুত তাহযীব (রাবীদের জীবনী কোষ)।

৪- লিসানুল মীযান (দূর্বল রাবীদের জীবনী কোষ)।

৫- আল-ইছাবা ফী তাময়ীযিছ ছাহাবা (ছাহাবীদের জীবন চরিত)।

৬- আদ্-দুরারুল কামেনাহ ফী আ'ইয়ানিল মিয়াতিছ ছামেনাহ।

৭- আমবাউল গুমূর বেআবনাইল উমুর।

৮- আল-লুবাব ফী শারহে কাওলিত্-তিরমিযী ফিল বাব।

৯- আদ্-দেরায়াহ ফী মুনতাখাবে তাখরীজে আহাদীছিল হেদায়াহ।

১০- বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম।

১১- হেদায়াতুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত।

১২- তাশদীদুল ক্বাওস ফী আত্বরাফে মুসনাদিল ফেরদাউস।

১৩- আশ-শামসুল মুনীরাহ ফী তা'রীফিল কাবীরাহ।

১৪- নুযহাতুল আলবাব ফীল আলক্বাব।

১৫- আল-ইফসাহ বে-তাকমীলিন নাকতে 'আলা ইবনিছ ছালাহ।

১৬- তাক্বরীবুত তাহযীব।[৪৩]

**আকৃতি ও স্বভাব-চরিত্রঃ** তাঁর মুখমণ্ডল ছিল সুদর্শন। তিনি বেঁটে, সাদা দাঁড়িওয়ালা, হালকা-পাতলা দেহাবয়বাধারী, বিশুদ্ধ ভাষী এবং মায়াময় কথক ছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী (রহঃ) বলেন,

"وكان رحمه الله تعالى صبيح الوجه للقصر أقرب ذا لحية بيضاء و فى الهامة نحيف الجسم فصيح اللسان شجى الصوت جيدا الذكاء عظيم الحذق" ৪৬

লী যিন্দেগীতে ইত্তেবায়ে সুন্নাত (হাদীছের অনুসরণ)-এর গুরুত্বের নিদর্শন এমনই ছিল যে, মানুষেরা তাঁর খাওয়া-পরা ও চলাফেরা দেখে সুন্নাতী আমল শিখত। একদা তিনি অজ্ঞাতে সন্দেহযুক্ত খাবার ভক্ষণ করেন। পরে এ বিষয়ে জ্ঞাত হ'লে তিনি একটি বড় থালা বা বাসন চান এবং বলেন, 'হযরত আবুবকর (রাঃ) যা করেছিলেন আমিও তাই করব।' একথা বলে সমস্ত খাদ্য বমি করে বের করে দিলেন। তিনি অত্যধিক ছালাত ও ছিয়ামে অভ্যস্ত

---

*শিক্ষাদানের পদ্ধতি ভিন্ন রকমের ছিল। সেকালে উস্তাদ নির্দিষ্ট কোন সময়ে নিজের মুখস্থ হাদীছ সমূহ লেখানোর মজলিস করতেন। তাঁদের এ সকল মজলিসে দূর-দূরান্তের বহু শিক্ষার্থী জমায়েত হ'ত। উস্তাদ হাদীছ বলতেন আর ছাত্ররা শুনে শুনে তা লিখে নিত। এভাবে ছাত্রদের কাছে যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হ'ত, সেসবকে সে উস্তাদের 'আমালী' বলা হ'ত। দ্রঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা, ঐ, পৃঃ ৪৭।*

*৩৩. দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০।*

*৩৪. আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪০।*

*৩৫. ঐ, পৃঃ ২৪০-২৪১।*

*৩৬. বুসতানুল মুহাদ্দিছীন, পৃঃ ৩০৫।*

*৩৭. আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪৭।*

*৩৮. শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭১-২৭৩।*

*৩৯. ঐ, পৃঃ ২৭১।*

*৪০. আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪৮।*

*৪১. তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।*

*৪২. ঐ, পৃঃ ৩০১।*

*৪৩. বুসতান, পৃঃ ৩০৬-৩০৭; শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭২-২৭৩, তুহফাতুল আহওয়াযী, ঐ, পৃঃ ৩০১; নাযমুল ইক্বইয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, পৃঃ ৪১-৪৮ দ্রঃ।*

*৪৪. শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭৩।*

ছিলেন। তাহাজ্জুদ ছালাতও আদায় করতেন।[৪৫]

তিনি বিনয়ী, ধীর-স্থীর ও নিষ্কলুষ চরিত্রাধিকারী ছিলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদা হাস্য ও ভদ্রতার সাথে কথোপকথন করতেন।[৪৬]

**ইনতেকালঃ** ইবনু হাজারের মৃত্যু সন ও তারিখ সম্পর্কে মতপার্থক্য রয়েছে। 'ইসলামী বিশ্বকোষ'-এ বলা হয়েছে '২৮ যুলহিজ্জা, ৮৫২ হিঃ/২২ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইনতেকাল করেন।[৪৭]

'আব্বাস আল-আজাবী[৪৮] এবং মাওলানা আব্দুর রহমান মুবারকপুরীর মতে তিনি যুলহিজ্জার শেষ দিকে ইনতেকাল করেন।[৪৯] তবে তাঁরা কোন নির্দিষ্ট তারিখ উল্লেখ করেননি।

মাওলানা ছফিউর রহমান মুবারকপুরী 'আত-তাবার্‌রুল মাসবূক'-এর বরাতে ৮ যুলহিজ্জা বলেছেন।[৫০]

ইমাম সুয়ূত্বীর মতে, ১৮ যুলহিজ্জা ৮৫২ হিজরী।[৫১] হাফেয ইবনুল ঈমাদ হাম্বালী বলেন-

"وتوفى ليلة السبت ثامن عشرى ذى الحجة"

অর্থাৎ 'তিনি ১৮ যুলহিজ্জা শনিবার রাতে ইন্তেকাল করেন'।[৫২]

উর্দূ বিশ্বকোষের বর্ণনা মতে, ১৮ যুলহিজ্জা, ৮৫২ হিঃ/ ১৩ ফেব্রুয়ারী, ১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি পরপারে পাড়ি জমান।[৫৩]

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন-এর মতে, তাঁর মৃত্যু হয় ১৪৪০ খৃষ্টাব্দে।[৫৪]

**জানাযা ও দাফনঃ** শনিবার দিন যোহর ছালাতের কিছুক্ষণ পূর্বে কায়রোর বাইরে 'রামীলাহ'-এর 'মুছাল্লাল মুমেনীন' (এটা সেই জায়গা যেখানে জানাযার ছালাত আদায় করা হ'ত)-এ তাঁর জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। জানাযায় লোকের সমাগম ছিল অত্যধিক।[৫৫] সে সময়ের খলীফা আল-মুসতাকফী বিল্লাহ আব্বাসী এবং সুলতান জাক্‌মাক্ তাঁর মন্ত্রী পরিষদসহ উপস্থিত ছিলেন।[৫৬] বড় বড় নেতারা তাঁর লাশ বহন করার জন্য ভীড় জমিয়েছিল।[৫৭] অবশেষে সুলতান খলীফাকে সামনে দেন এবং আমীরুল মুমেনীন তাঁর জানাযার ছালাত আদায় করেন। ইবনে তুলুনের বর্ণনায় আছে যে, শায়খ ইলমুদ্দীন বুলাক্বীনী খলীফার অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর জানাযার ছালাত পড়ায়েছিলেন। অতঃপর তাঁর লাশকে উঠিয়ে 'কেরাফাহ সুগরাহ'-তে নিয়ে আসা হয় এবং জামে' দায়লামীর সম্মুখে বানুল-খারুবি-র কবরস্থানে ইমাম শাফেঈ ও শায়েখ মুসলিম সুলমীর কবরের মাঝখানে ইলমের এই উজ্জ্বল রবিকে সমাধিস্থ করা হয়।[৫৮]

ইমাম সুয়ূত্বী বলেন, আমাকে তদানীন্তন কবি শিহাবুদ্দীন মানছূরী বর্ণনা করেন যে, তিনি তাঁর জানাযায় উপস্থিত হয়েছিলেন। যখন তিনি ছালাতে জানাযায় পৌঁছেন, তখন ইবনু হাজারের লাশের উপর আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করতে আরম্ভ করে দিল। অথচ তখন বৃষ্টির সময় ছিল না। এ দৃশ্য অবলোকন করে তিনি তাঁর কাব্যবীনার সুললিত সুরে গেয়ে ওঠেন-

قد بكت السحب على + قاضى القضاة بالمطر

وانهدم الركن الذى + كان مشيدا من حجر

'নিঃসন্দেহে আকাশ কাযীউল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ইবনু হাজারের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করে ক্রন্দন করছে'। অর্থাৎ আকাশ বৃষ্টি বর্ষণের মাধ্যমে তাঁর মৃত্যুতে গভীর বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে। (আজ ইবনু হাজারের মৃত্যুতে দ্বীনের) এমন একটি স্তম্ভ ধ্বংসপ্রাপ্ত হল, যা হাজার (পাথর) দ্বারা মজবুত করে তৈরী করা হয়েছিল'।[৫৯]

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন-আমীন!!

---

*৪৫. আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪২-২৪৩; ইবনুল ঈমাদ বলেন,*
*"ومن عاصره هذا مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء السلف الصالح"*
*দ্রঃ শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭৩।*
*৪৬. নিবন্ধঃ হায়াতে ইবনে হাজার, পৃঃ ৩৫।*
*৪৭. ইসলামী বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১২; Incyclopaedia of Islam এ বলা হয়েছে- "A few month later, about an hour after the evening prayer in the night of saturday, on 28 Dhul- HidJdJa 852/Saturday, 22 February 1449, he died. See: V-III, P. 777.*
*৪৮. তিনি বলেন, وتوفى بها (القاهرة) فى اواخر ذى الحجة سنة ٨٥٢ هـ/١٤٤٩م*
*দ্রঃ তারীখুল আদাবিল আরাবী ফীল ইরাক্ব, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৮৩।*
*৪৯. তুহফাতুল আহওয়াযী, মুক্বাদ্দামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০১।*
*৫০. ইত্তেহাফুল কেরাম শারহু বুলূগিল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম', পৃঃ ৬।*
*৫১. নাযমুল ইক্বয়ান ফী আ'ইয়ানিল আ'ইয়ান, পৃঃ ৫১।*
*৫২. শাযারাতুয যাহাব, ৪র্থ জিলদ, ৭ম জুয, পৃঃ ২৭১।*
*৫৩. দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮১।*
*৫৪. সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, আরবী সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) সংস্করণঃ জুন ১৯৯৭), পৃঃ ৫১।*
*৫৫. হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩৮; আহওয়ালুল মুছান্নেফীন, পৃঃ ২৪৬।*
*৫৬. ঐ, পৃঃ ২৪৬।*
*৫৭. তুহফাতুল আহওয়াযী, ১ম খণ্ড, মুক্বাদ্দামা, পৃঃ ৩০২।*
*৫৮. হায়াতে ইবনে হাজার শীর্ষক নিবন্ধ, পৃঃ ৩৮।*
*৫৯. আর-রাওয আল-বাসসাম, পৃঃ ২-৩।*